এপ্রিল ২০২১

কানেকশন

প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

মোবাইল খাতের কর যৌক্তিক করা জরুরি

মোবাইলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সরকারের ২০৪১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

করোনাকালে টেলিমেডিসিন প্রাতিষ্ঠানিকতায় রূপ নিয়েছে

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

banglalink গ্রামীণফোন Citycell রবি teletalk
ERICSSON HUAWEI NOKIA

কানেকশন
প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

নিউজলেটার বর্ষ-০৮, সংখ্যা-৩

সূচীপত্র

০৩ মোবাইল খাতের কর যৌক্তিক করা জরুরি

০৭ ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সরকারের ২০৪১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

০৯ টেলিটকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিনের সাক্ষাৎকার

১১ এরিকসনের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালামের সাক্ষাৎকার

১২ কোভিডকালে টেলিমেডিসিন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে : ডাঃ লুবনা মারিয়ম

১৪ এমটব ড্যাফোডিল ওয়েবিনার

১৫ সদস্যদের কার্যক্রম

সম্পাদনা পরিষদ

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ওলে বিয়র্ন
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন লিমিটেড

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনূর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অব কমিউনিকেশন, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

সম্প্রতি করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ সারা দুনিয়াতে আরও মারাত্মক আকারে হানা দিয়েছে। আমরাও এর বাইরে নই। এর মধ্যে আমাদের অনেকেই প্রিয়জন বা পরিচিতজনদের হারিয়েছি। এই সময়ে অনেক বেশি সাবধান থাকা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শসমুহ মেনে চলতে হবে আমাদের।

পরিস্থিতি যত খারাপই হোক না কেন, আমাদের সবাইকে অতি প্রয়োজনীয় ও জরুরী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক থাকায় মোবাইল ফোনে যোগাযোগ বা ইন্টারনেট ব্যবহার এখন সবার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। স্কুলের পাঠ থেকে শুরু করে সব ধরনের আর্থিক লেনদেন বা চিকিৎসা চলছে মোবাইলে।

তবে, মোবাইল সেবাদাতারা টেলিযোগাযোগ ও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখলেও এই খাত যতটা ভালো থাকার কথা তা নেই; অতিরিক্ত ভ্যাট-ট্যাক্সের বোঝায় জর্জরিত। সামনে নতুন বাজেট ঘোষিত হতে যাচ্ছে। তাই এবারের কানেকশন সাজানো হয়েছে মোবাইল খাতের কর প্রস্তাবনা নিয়ে। এতে মোটা দাগে চিহ্নিত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশে মোবাইল সমৃদ্ধ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে জিএসএমএ-এর প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ, টেলিমেডিসিন নিয়ে চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে মোবাইল খাতের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিয়ে ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনা নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

প্রতি বছর বাজেট প্রস্তাবের সময় এলেই মোবাইল টেলিযোগাযোগ শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান—এই বুঝি আবার নতুন করে কোন কর আরোপ করা হলো! গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আমরা এই প্রবণতা লক্ষ্য করছি। নতুন করে কর বৃদ্ধি করা হলে একদিকে তা গ্রাহকদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে, অপরদিকে ব্যবসা পরিচালনাকে তা আরও কঠিন করে তোলে।

আমরা দেখেছি যে গত বছর জাতীয় বাজেটে মোবাইলে কথা বলা ও ইন্টারনেট সেবার ওপর কর বাড়ানো হলো। সেটা এমন একটা সময়ে করা হলো যখন সবাই করোনাভাইরাসের ছোবলে বিপর্যস্ত। অথচ এ সময় মোবাইলই পরিণত হয় দেশের অর্থনীতি ও মানুষের সকল রকম যোগাযোগের মূল চালিকাশক্তিতে।

মোবাইল খাতে করের বোঝা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকেও অত্যন্ত উচ্চ হারে করপোরেট কর প্রদান করতে হচ্ছে, যা মূলত ক্ষতিকর পণ্যের প্রস্তুতকারকদের ক্ষেত্রেই করা হয়। আবার করপোরেট করও এদেশে মোবাইল খাতের জন্য বেশি। এর বাইরেও এ শিল্পে আরও অনেকগুলো খাত আছে যেখানে কর সংস্কার খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমরা এ ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি যেন এ খাতের কর ব্যবস্থাকে একটা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। সামনেই আগামী অর্থবছরের জন্য জাতীয় বাজেট আসতে যাচ্ছে। আমরা আশা করব যে সরকার মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের কথা শুনবে এবং এই খাত যেন দেশকে ও জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারে।

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
প্রেসিডেন্ট, এমটব

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

এমটব বোর্ড

মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মোঃ সাহাব উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব
এমটব

এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

মোবাইল খাতের কর যৌক্তিক করা জরুরি

প্রতিবছর জাতীয় বাজেট প্রস্তাবকালে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে সবাই মূলত কোন পণ্য বা সেবার দাম বাড়ছে আর কোনটার দাম কমছে সেটার প্রতি বেশি মনোযোগ দেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা সরাসরি সবার জীবনকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের অনেকের একটা বিষয়ে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়; আর তা হলো বাজেটেই আসলে দেশের অর্থনীতি এবং ব্যবসা ঠিক কোন পথে যাবে তার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অভিলক্ষ্য ঠিক কোন পথে এগুবে তা বোঝা যায় এই খাতে সরকারের বরাদ্দ, ছাড়, সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা তা তুলে নেওয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ বৃদ্ধি বা হ্রাস, ডিভাইস নির্মাণ বা আমদানিকে উৎসাহ বা অনুৎসাহ দেওয়া, কিংবা এসব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতোটা প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদির উপর।

কোন সন্দেহ নেই, দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ঝড়োগতিতে এগুচ্ছে । কিন্তু সেটা করতে গিয়ে এ সংশ্লিষ্ট সেবাদাতাদের কতোটা সহায়তা করা হচ্ছে বা কতোটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তাদের পড়তে হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। এই লেখায় মূলত মোবাইল শিল্প নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ শিল্প খাত দেশের অধিবাসীদের শুধু কথা বলার স্বাচ্ছন্দ নয়, দিয়েছে শতভাগ লোককে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ। দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ মোবাইলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

যেহেতু শুরুতেই বলেছি আমরা এই নিবন্ধে বাজেট নিয়েই আলোচনা করব তাই বলে রাখা ভালো যে, সরকার তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বাজেট প্রস্তাবনার আগে সব খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথা শুনেন, আলোচনা করেন। একটা ব্যপার লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় প্রতি বছর এই খাতের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি করোনাকালেও, যখন জনগণ মোবাইল ও ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নিবন্ধে আমরা কিছু আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের ব্যাপারে মোবাইল খাতের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করব—

> “একটা ব্যপার লক্ষ্যণীয় যে, প্রায় প্রতি বছর এই খাতের উপর নতুন করে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি করোনাকালেও, যখন জনগণ মোবাইল ও ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নিবন্ধে আমরা কিছু আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের ব্যাপারে মোবাইল খাতের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করব”

সর্বনিম্ন কর হার প্রত্যাহার

সর্বনিম্ন করারোপ আয়কর আইনের মূলনীতি বিরোধী। কারণ আয়কর প্রদান করা হয় আয়ের উপর— বিক্রয়ের বা প্রাপ্তির উপর নয়। ব্যবসায় লোকসান হওয়ার পরেও সর্বনিম্ন কর প্রদানের অর্থ হলো মুলধন হতে কর পরিশোধ করা। এটা ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তারপরেও অগ্রীম পরিশোধিত আয়করকে সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করা করারোপ নীতির বিচ্যুতি বলে মনে করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সিগারেট / টোবাকো এর মত ক্ষতিকারক শিল্পের জন্য সর্বনিম্ন কর হার ১% কিন্তু মোবাইল ফোন এর মত গুরুত্বপূর্ণ ও দেশের সামগ্রিক উন্নতির সাথে সম্পর্কিত শিল্পের জন্য সর্বনিম্ন কর হার ২% মোটেও যোক্তিক নয়। সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এই শিল্পেকে টিকে থাকার জন্য সর্বনিম্ন করহার প্রত্যাহার বা কমিয়ে আনার কোনো কোন বিকল্প নেই। এর আগে এই টার্নওভার ট্যাক্সের হার .৭৫% ছিল।

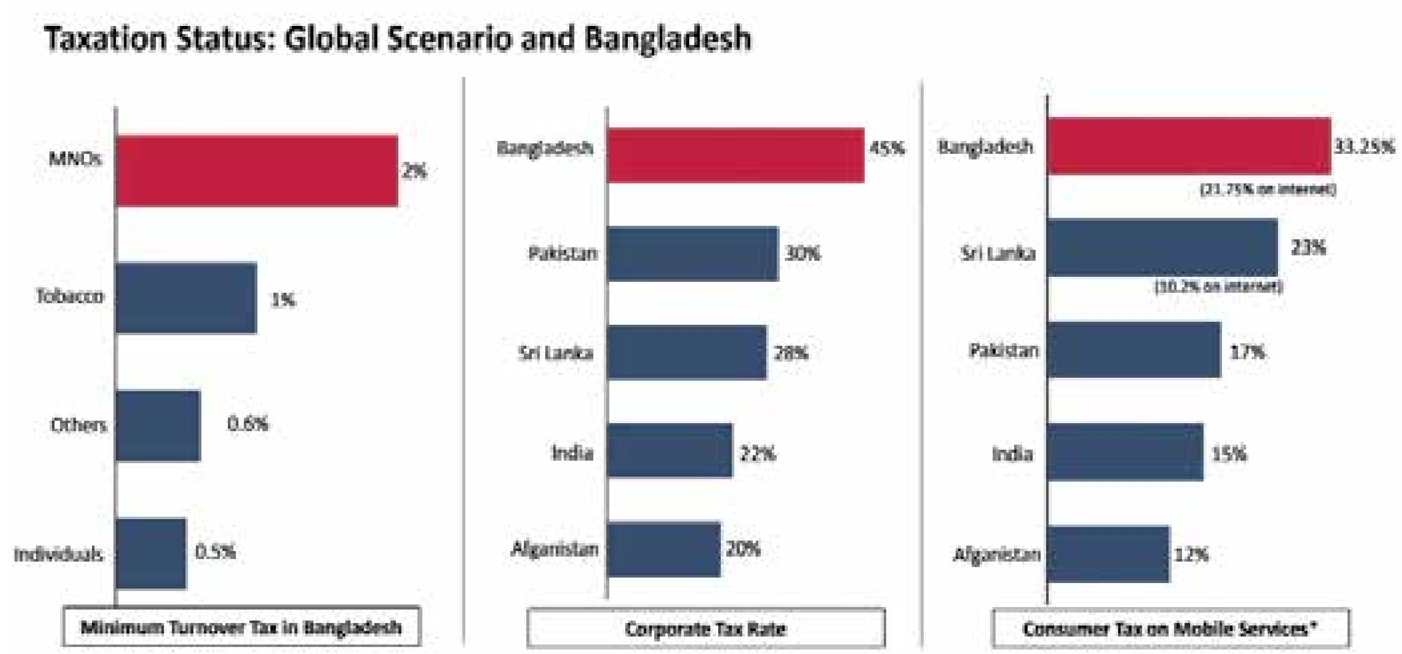

SIM Tax should be eliminated to reach the rest 46% population

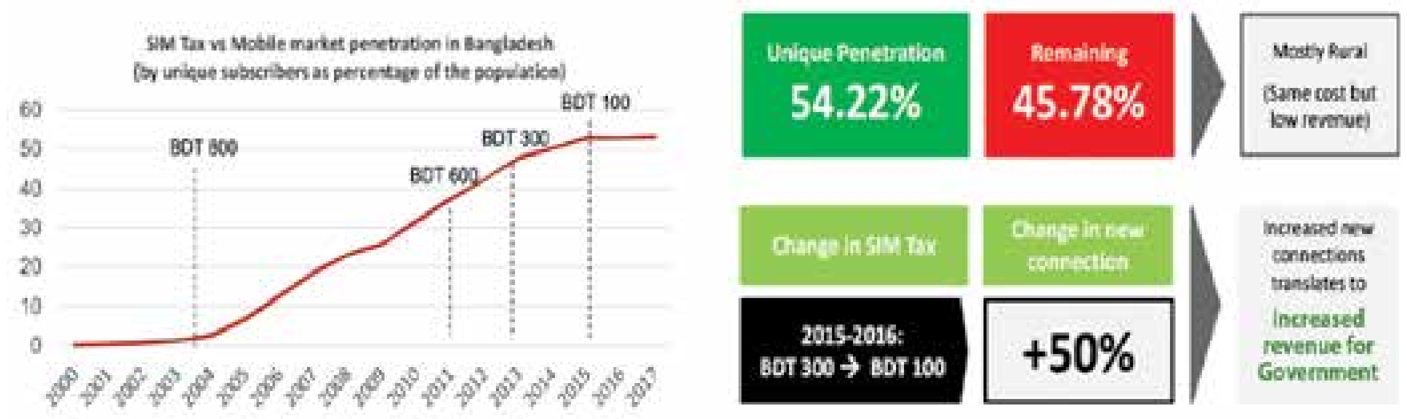

উচ্চ কর্পোরেট কর হার হ্রাস বা যৌক্তিক করা

আমরা জানি ২০০৬-২০০৭ অর্থবছর পর্যন্ত টেলিকম শিল্প সাধারণ শ্রেণী হিসাবে কর্পোরেট কর প্রদান করে আসছিল। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ইক্যুইটি মার্কেটে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে টেলিকম অপারেটরদের স্টক এক্সচেঞ্জে প্রবেশ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এ জন্য টেলিকম তাদের করের হার ৪৫% করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত তালিকাভুক্ত টেলিকম অপারেটরদের করের হার ছিল ৩৫% ছিল, পরে ২০১৩-১৪ সালে “তালিকাভুক্ত ও অ-তালিকাভুক্ত টেলিকম সংস্থার করহার ব্যবধান কমাতে সেই হার বাড়িয়ে ৪০% করা হয়। যদিও ঐ সময় সাধারণ বিভাগে ব্যবধানটি ১০% ছিল।

সময়ের সাথে সাথে, সাধারণ শ্রেণীর জন্য করের হার কমানো হয়েছে যা অ-তালিকাভুক্ত সংস্থার জন্য ৩২.৫০% এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে ২৫%। তবে বৃহত্তর অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তালিকাভুক্ত টেলিযোগাযোগ সংস্থার জন্য করের হার এখনও ৪০%-ই রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী কোষাগারে টেলিকম শিল্পের বিশাল অবদান রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য শিল্পের তুলনায় টেলিকম শিল্প একটি মূলধন-নিবিড় বা ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ শিল্প যা প্রতিবছর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে।

সকল ইনট্যাঞ্জিবল সম্পদের উপর অ্যামরটাইজেশন সুবিধা প্রদান করা

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সেবা খাতকে অনেক ইনট্যাঞ্জিবল সম্পদ ব্যবহার করতে হয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদনের মান মেনে চলার জন্য মোবাইল অপারেটরদের আর্থিক বিবরণীতে কিছু ইনট্যাঞ্জিবল সম্পদকে মূলধন করা এবং তাঁর অবলোপন প্রয়োজন যা সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যবসায়িক খরচ। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর তৃতীয় তফশিলে এই সকল ইনট্যাঞ্জিবল সম্পদকে অবলোপন সুবিধা দেওয়া সম্পর্কিত কোনো বিধান নেই। ফলে মোবাইল অপারেটরদের মতো অন্যান্য করদাতা এই অবলোপন সুবিধা ব্যবহার করতে পারে না

আয়কর অধ্যাদেশের ৩য় তফশিলে ব্যবসায়ের সকল ইনট্যাঞ্জিবল সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে অবলোপন (অ্যামরটাইজেশন) সুবিধা প্রদান করা সমীচিন। অবলোপন সুবিধা প্রদান করা হলে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়বে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন দ্রুত বাস্তবায়ন হবে।

মোবাইল সিম কর বিলুপ্ত করা

বর্তমানে মোবাইল সংযোগ পিরামিডের নীচের অংশে থাকা সুবিধাবঞ্চিত জনগণের অংশে প্রবেশ করছে। কিন্তু প্রতিটি সিম সরবরাহের জন্য ২০০ টাকা ভ্যাট বা সিম ট্যাক্স দিতে হয়। এটা এই নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য সংযোগের গতি বৃদ্ধিতে বাধা হিসাবে কাজ করে। সিম সরবরাহের উপর মূসক অপসারণ করা হলে গ্রামাঞ্চল ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে মোবাইল সংযোগ প্রদান করা সহজ হবে। এটা আরেকদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিসহ সারা দেশকে ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং শিল্পখাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

মোবাইল এবং ইন্টারনেট সুবিধা স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করবে এবং তাদেরকে মূলধারার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিয়ে আসবে যা ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

মোবাইল ব্যালান্স ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা ক্রয়ের ওপর কর যৌক্তিক করা

যেহেতু প্রতি ১০০ টাকার মোবাইল এয়ারটাইমে ৩৩.২৫% কর অন্তর্ভুক্ত এবং তা প্রিপেইড প্রকৃতির তাই গ্রাহক এই এয়ারটাইম ব্যালান্স ব্যবহার করে কোন ‘নন-টেলকো’ সেবা ক্রয় করে থাকলে তাদের অতিরিক্ত ১৬% কর দিতে হয়। এই অতিরিক্ত শুল্ক পরিসেবাটিকে ব্যায়বহুল করে তুলছে এবং ডিজিটাল পেমেন্টকে নিরুৎসাহিত করছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর কর যৌক্তিক করা

প্রথমদিকে ইন্টারনেটের উপর ভ্যাট ছিল ১৫% যা ২০১৮ সালের জুনে সরকার ৫%-এ নামিয়ে আনে। তবে বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকার ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের ২১.৭৫% পর্যন্ত কর দিতে হয়। যা এই সেবাকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং সরকাররে ডিজিটাইজেশনের রূপকল্পে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

অন্যান্য ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের, যেমন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের সম্পুরক শুল্ক ও সারচার্জ দিতে হয় না। সুতরাং ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর ১৫% কর অর্থাৎ ভ্যাট হার ১৫% রেখে সম্পূরক শুল্ক ও সারচার্জ এ অব্যাহতি ইন্টারনেটকে সাশ্রয়ী করে তুলবে।

“প্রথমদিকে ইন্টারনেটের উপর ভ্যাট ছিল ১৫% যা ২০১৮ সালের জুনে সরকার ৫%-এ নামিয়ে আনে। তবে বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকার ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের ২১.৭৫% পর্যন্ত কর দিতে হয়। যা এই সেবাকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং সরকাররে ডিজিটাইজেশনের রূপকল্পে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে”

সরকারি সংস্থাসমুহের জন্য ভ্যাট ছাড় সংক্রান্ত সুস্পস্ট নির্দেশনা বা গাইডলাইন প্রদান করা

সরকারী সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রণকারীরা ভ্যাট আইন ও বিধি পরিপালন আনুপাতিকভাবে অনুসরণ করছে না। এ কারণে অপারেটররা চূড়ান্তভাবে ভুক্তভোগী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থা ১৫% ভ্যাট দাবী করে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং মোবাইলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার সরকারের ২০৪১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিশেষত মোবাইল অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশ সরকারের ২০৪১ সালের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এসডিজি অর্জন এবং কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জিএসএমএ সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলাদেশে মোবাইল সমৃদ্ধ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অর্জন" শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেটের কাভারেজ এবং ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কীভাবে মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো স্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

জিএসএমএ এবং এমটব এর যৌথ উদ্যোগে গত মার্চের শেষে প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি এক অনলাইন গোলটেবিল আলোচনারও আয়োজন করা হয় যেখানে সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, মোবাইল শিল্প এবং সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশি স্টেকহোল্ডাররা আলোচনা করেন যে কীভাবে মোবাইল ব্যবহার সাশ্রয়ীকরণ এবং ডিজিটাল জ্ঞান এবং দক্ষতা ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিতে পারে।

প্রতিবেদনে যা আছে

ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ইন্টারনেট প্রাপ্তির প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে মোবাইল দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল নিয়ামক হিসাবে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

- ১৭ কোটি মোবাইল সংযোগ, ৯ কোটি ইউনিক মোবাইল গ্রাহক। পেনিট্রেশন হার ৫৪% (ডিসেম্বর ২০২০)।
- ১০ কোটি মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ, ৪.৭ কোটি মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক। পেনিট্রেশন হার ২৮% (ডিসেম্বর ২০২০)।
- ১৬ লক্ষ সেলুলার আইওটি সংযোগ (ডিসেম্বর ২০২০)।
- ৩.২ কোটি সক্রিয় মোবাইল মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট এবং দৈনিক গড় লেনদেন ২.১ বিলিয়ন ডলার (নভেম্বর ২০২০)।
- ২০১৯ সালে জিডিপিতে মোবাইল প্রযুক্তি এবং সেবা খাতের অবদান ১৬ বিলিয়ন ডলার যা জিডিপির ৫.৩%।
- ফোরজি নেটওয়ার্কের কভারেজ প্রায় ৯৫% জনসংখ্যার কাছে পৌঁছেছে।

4G network coverage reaches around 95% of the population

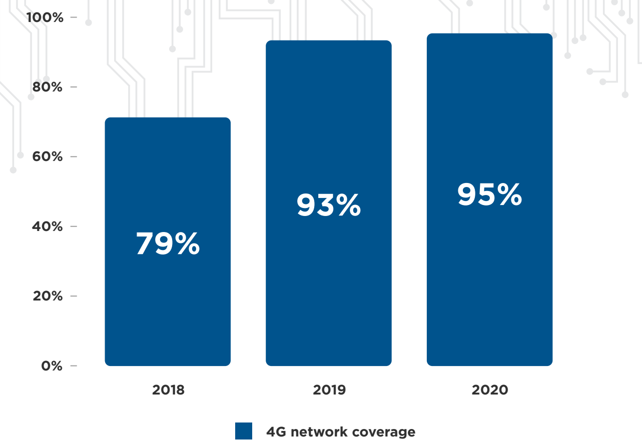

Mobile technology as a percentage of total connections

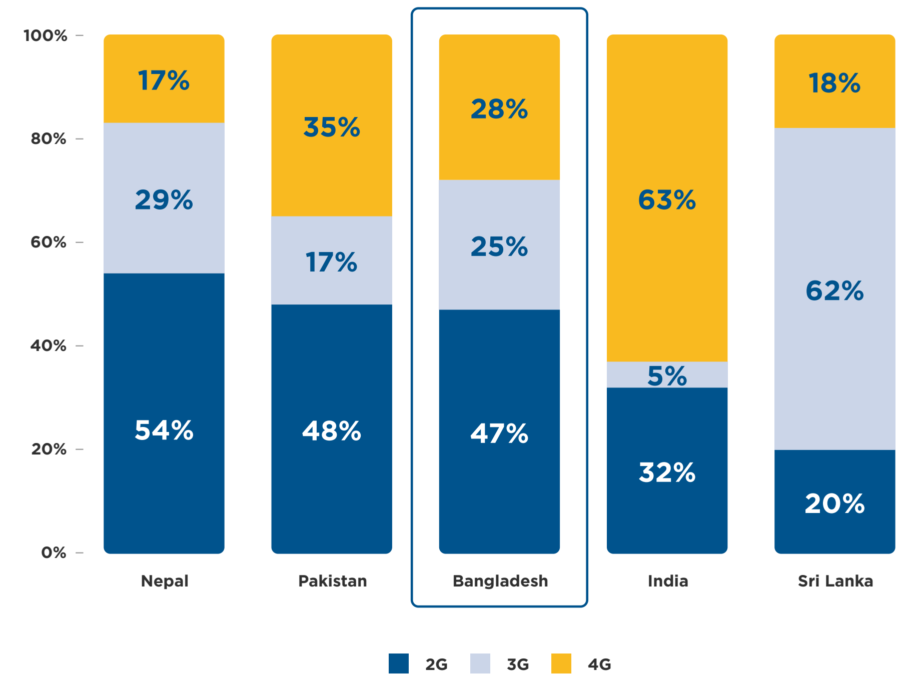

4G networks now cover around 95 per cent of the population in Bangladesh, but the share of 4G connections remains low and the country lags regional peers in smartphone adoption[24]

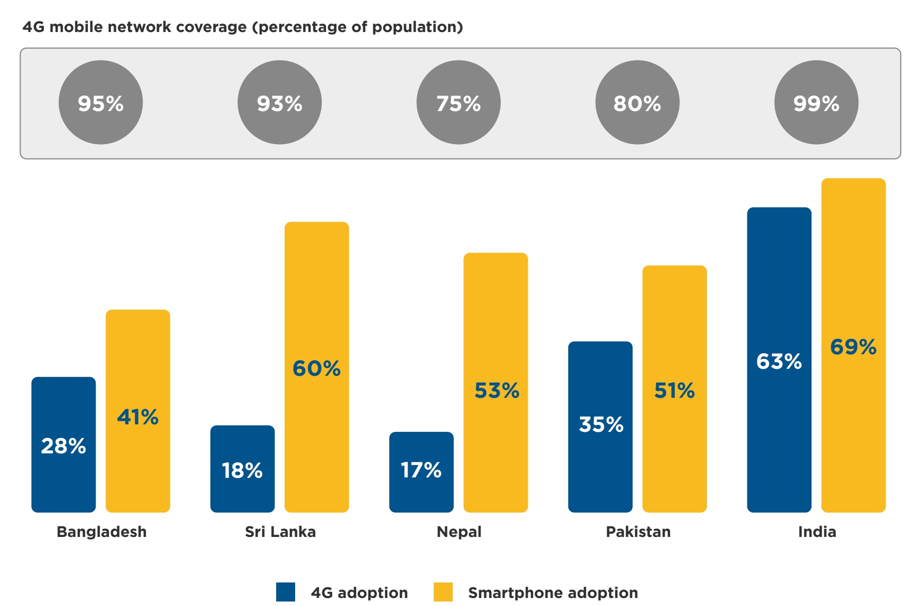

বাংলাদেশে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে বাধাসমূহ

- ফোরজি মোবাইল কাভারেজ সম্প্রসারণে টেলিকম খাত বিপুল বিনিয়োগ করে ৯৫ ভাগ জনসংখ্যার কাছে গেলেও এই প্রযুক্তি মোবাইল খাতের সার্বিক আয়ের শীর্ষ স্থানে পৌঁছাতে পারেনি। বাংলাদেশের মোট মোবাইল সংযোগের মাত্র ২৮% ফোরজি ব্যবহার করে।
- এটি ফোরজি কভারেজ রোলআউট এবং ফোরজি সেবা ব্যবহারের মধ্যে ব্যবধানের (ইউসেজ গ্যাপ) ইঙ্গিত করে।
- এই ইউসেজ গ্যাপের পিছনে সাশ্রয়ী ডিভাইসের অপ্রতুলতা, শিক্ষা ও ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, প্রাসঙ্গিকতার অভাব, সেইসাথে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত উদ্বেগ মূল ভূমিকা রাখছে।
- খাত-সুনির্দিষ্ট উচ্চ হারে কর, লাইসেন্সের বিভাজন, তরঙ্গ মূল্য নির্ধারণ এবং তা ব্যবহারের বিধিনিষেধ কাভারেজ সম্প্রসারণে বাধা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির উন্নয়নের সুপারিশসমূহ

- ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য কাভারেজ এবং ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় মোবাইল ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার সমন্বিত নীতি ও বিধি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ প্রয়োজন।
- ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগ উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে নীতি গ্রহণে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সঙ্গে পরামর্শসহ বৃহত্তর অংশীদারদের সহযোগিতার জন্য সরকারি নেতৃত্ব জরুরী।

দেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে

দেশের মানুষের টেলিযোগাযোগের প্রধান মাধ্যম মোবাইল ফোন। তাই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে বলে মনে করেন টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন। সম্প্রতি তিনি কানেকশনের সংগে এক সাক্ষাৎকারে এই খাত সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

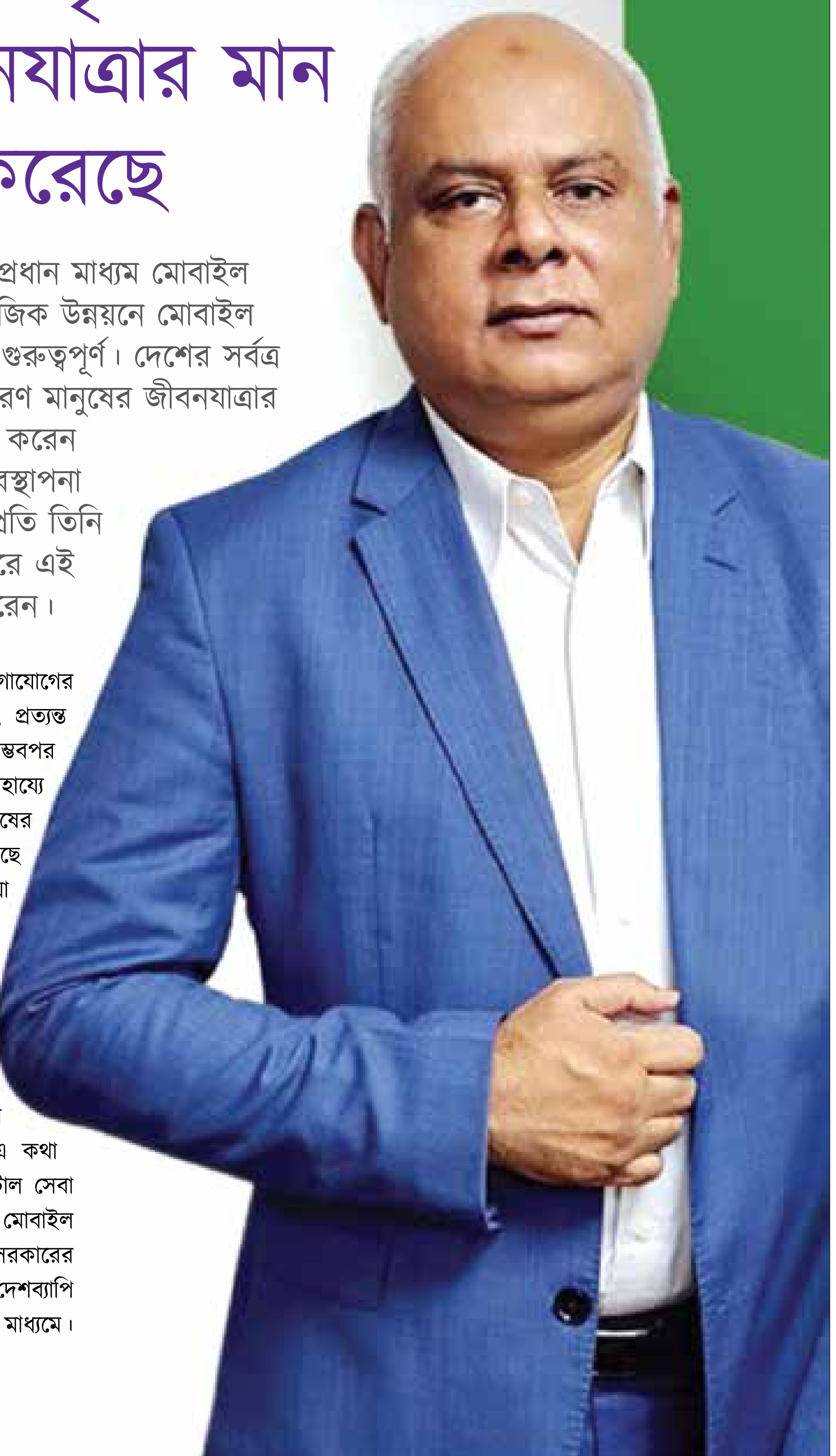

মোঃ সাহাব উদ্দিন বলেন মোবাইল ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা (টেলিমেডিসিন) প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা মোবাইল ফোনের সাহায্যে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। মোট কথা, মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে রয়েছে মোবাইল খাতের অসামান্য ইতিবাচক প্রভাব, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।

সরকারের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ায় মোবাইল খাতের অবদানকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? জানতে চাইলে তিনি বলেন, "সরকারের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার হলো মোবাইল নেটওয়ার্ক ও মোবাইল ডিভাইস। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জনগণের কাছে সরকারি ডিজিটাল সেবা কার্যকরীভাবে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন (বিশেষ করে স্মার্ট ফোন)। সারা দেশে সরকারের ডিজিটাল সেবার ব্যাপক বিস্তার সম্ভবপর হয়েছে দেশব্যাপি বিস্তৃত মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর মাধ্যমে। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কাজ-কর্ম ও সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করেছে এবং তা অব্যাহত আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মোবাইল খাত অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অবদান রেখে চলেছে।"

তিনি আরও বলেন, জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৮ এর আলোকে কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে মোবাইলসহ সামগ্রিকভাবে দেশের টেলিযোগাযোগ খাত পূর্ণ শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাবে। এছাড়া এই খাতকে আরোও ব্যবসা-বান্ধব এবং সুষম প্রতিযোগীতা নিশ্চিত করতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। যেমন, ছোট অপারেটররা যাতে করে বড় অপারেটরদের সাথে বাজারে প্রতিযোগীতা করে টিকে থাকতে পারে সেজন্য এসএমপি-এর কার্যকরী প্রয়োগসহ আরো কিছু অ্যাসিমেট্রিক রেগুলেশন প্রবর্তন এখন সময়ের দাবি। এছাড়া, আইএলডিটিএস পলিসি পুনমূল্যায়ন করে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

মোবাইল অপারেটরদের মানসম্মত সেবা প্রদান প্রসংগে টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, "দেশের মোবাইল অপারেটরগুলো কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে সাধ্যমত মানসম্মত সেবা প্রদান করে আসছে। তবে সেবার মান আরও বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত স্পেকট্রামের ব্যবহার, সারা দেশে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক (লাস্ট মাইলসহ) নিশ্চিত করা এবং অপারেটরদের নতুন সাইট স্থাপন সহজ করা করা প্রয়োজন।"

দেশের টেলিকম খাতের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সার্বিকভাবে টেলিকম খাতের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভালো। তবে এই খাতকে আরো গতিশীল, গ্রাহক ও ব্যবসা বান্ধব করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। গ্রাহকদের উন্নততর সেবা নিশ্চিত করার জন্য ভ্যালু চেইনের বিভিন্ন ধাপে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মান মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন।

এই খাতের কর কাঠামো কেমন হওয়া দরকার বলে মনে করেন? জানতে চাইলে বলেন, "এই খাতের কর বর্তমানে সর্বোচ্চ। বিশেষকরে টার্নওভার ট্যাক্স ০.৭৫% থেকে ২% এ বৃদ্ধি করায় টেলিটকের মতো প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে চাপের মধ্যে আছে। এছাড়া মোবাইল ভয়েস কলের জন্য ভ্যাট, এসডি ও সারচার্জ মিলে ৩৩.২৫% কর গ্রাহকদের গুনতে হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই খাতের অবদান বিবেচনা করে কর কাঠামো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।"

এবারের বাজেটে মোবাইল খাতের কর হ্রাসের প্রত্যাশা করে তিনি বলেন, "বিশেষকরে সিম ট্যাক্স ও টার্নওভার ট্যাক্স হ্রাস করার অনুরোধ করছি।"

সরকারের ডিজিটাইজেশনের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে তাঁর কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ উল্লেখ করে তিনি বলেন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মোবাইল অপারেটর হিসেবে টেলিটক

> "এই খাতের কর বর্তমানে সর্বোচ্চ। বিশেষকরে টার্নওভার ট্যাক্স ০.৭৫% থেকে ২% এ বৃদ্ধি করায় টেলিটকের মতো প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে চাপের মধ্যে আছে। এছাড়া মোবাইল ভয়েস কলের জন্য ভ্যাট, এসডি ও সারচার্জ মিলে ৩৩.২৫% কর গ্রাহকদের গুনতে হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই খাতের অবদান বিবেচনা করে কর কাঠামো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন"

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বদা সরকারের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। তিনি কোম্পানির কর্মকাণ্ডের তালিকা প্রদান করতে গিয়ে বলেন-- টেলিটক বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ২০১২ সালের অক্টোবরে থ্রিজি সেবা চালু করে। টেলিটকই সর্বপ্রথম ২০০৯ সালে পার্বত্য জেলাসমূহে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা চালু করে এবং একমাত্র সুন্দরবনে ২০১৪ সাল হতে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। হাওর-বাওড়, ছিটমহল ও দ্বীপাঞ্চলের জনগণকে ফোরজি মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদান করছে এবং দূর্গম এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত ৪০০টি টাওয়ার (বিটিএস) স্থাপনের কাজ চলছে।

মোঃ সাহাব উদ্দিন আরও বলেন, টেলিটকের কল রেট ও থ্রিজি/ফোরজি ইন্টারনেট সেবার মূল্য দেশে সর্বনিম্ন। বিনামূল্যে বিতরণকৃত ১২ লক্ষাধিক 'মায়ের হাসি' সিমের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি বৃত্তির টাকা সঠিক অংকে ও সঠিক সময়ে মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের বিনামূল্যে ২০ লক্ষ 'অপরাজিতা' সিম সারা দেশে বিতরণ করছে। জিপিএ ৫ প্রাপ্ত দেশের সেরা মেধাবীদের টেলিটক বিনামূল্যে 'আগামী' এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের 'বর্ণমালা' সিম প্রদান করে থাকে। এইসব সিমে কল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ দেশের সর্বনিম্ন। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর সকল নিয়োগের অটোমেশন সিস্টেম সফটওয়ার এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল শিক্ষাবোর্ড (১০টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড) এর জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার রেজাল্ট এর ডাইনামিক ডাটাবেজ আর্কাইভিং করা হয়েছে। চাকুরীর দরখাস্ত গ্রহণের সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেলিটকের ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টোল ফ্রি ১০৯০ নাম্বারের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন আবহাওয়া বার্তা প্রদান করা হয়। এ সেবার মাধ্যমে উপকূলবর্তী এলাকার জনগণসহ সমগ্র দেশের জনগণ দুর্যোগের আগাম বার্তা জানতে পারছে এবং নিজেদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি কমে আসছে, জানান টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

ম্যানুফ্যাকচারিং ডেস্টিনেশন হিসেবে বাংলাদেশের জন্য শক্তিশালী মোবাইল ডেটা অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ

ক্রমবর্ধমান ডেটা ব্যবহারের চাহিদা এবং গ্রাহক বৃদ্ধি বিশেষত কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে মোবাইল ডাটা অবকাঠামোতে ক্রমাগতভাবে বিনিয়োগ করা দরকার যা ফাইবার, নতুন টাওয়ার কিংবা সাশ্রয়ী ডিভাইস সহজলভ্য করতে সহযোগিতা করবে। আসন্ন ফাইভ-জি প্রযুক্তির প্রস্তুতির জন্যেও এই শক্তিশালী অবকাঠামো দরকার। সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অবকাঠামো এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান **এল এম এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম** কানেকশনের কাছে মোবাইল খাতের নানা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

আবদুস সালাম, যিনি এরিকসনের বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার হেড অব নেটওয়ার্ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন, বলেন, ডেটা এখন আর শুধু লাইফস্টাইল নয়, এটা অত্যন্ত মৌলিক বা অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে এবং গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে শক্তিশালী মোবাইল ডেটা অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এতে ক্যাপাসিটি ও কাভারেজ উভয়ের পরিকল্পনাই গুরুত্ব পাবে।

এটি অর্জন করতে হলে সার্বিকভাবে পুরো ইকোসিস্টেমকে বিবেচনায় নিতে হবে। এতে একদিকে যেমন মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর (এমএনও) ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) আছে তেমন ডিভাইস ও কনটেন্টের সহজলভ্যতাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, ডেটা সেবার মূলে আছে স্পেকট্রাম। বিটিআরসি সম্প্রতি যেভাবে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে ১৮০০ মেগাহার্জ এবং ২১০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডে নিলাম পরিচালনা করেছে এরিকসন তার প্রশংসা করে। এই বরাদ্দ করা ব্যান্ডউইথ স্বল্প মেয়াদে সেবার মান উন্নত করতে সহায়তা করবে। তবে শক্তিশালী মোবাইল ডেটা অবকাঠামো তৈরির জন্য আরও বেশ কিছু পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থ্রিজিপিপি (থার্ড জেনারেশন পার্টনারশিপ প্রজেক্ট) যেভাবে স্পেকট্রাম ব্যান্ড নিয়ে পরিকল্পনা করে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাংলাদেশকেও রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে। এই পরিকল্পনায় কিছু কিছু তরঙ্গ ব্যান্ড (যেমন ৭০০, ২৩০০, ২৬০০, ৩৫০০ মেগাহারজ) কীভাবে দীর্ঘকালীন অর্থ প্রদানের বিপরীতে মোবাইল অপারেটরদের বরাদ্দ দেওয়া যায় তার জন্য পরিস্কার রোডম্যাপ প্রস্তুত করা দরকার।

এটি বাংলাদেশকে ফাইভজি প্রযুক্তি আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে যার মাধ্যমে মোবাইল সেবাদাতারা গিগাবাইট প্রতি কম মূল্যে উচ্চগতি সম্পন্ন ও কম লেটেন্সির উৎকৃষ্ট মানের সেবা প্রদান করতে পারবে। ফাইভজি শিল্প কারখানা বা স্মার্ট ফ্যাক্টরির জন্য "ম্যাসিভ অ্যান্ড মিশন ক্রিটিকাল আইওটি" (ইন্টারনেট অফ থিংস) সেবা প্রদান প্রদান করবে।

আবদুস সালাম বলেন, ফাইভজি বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরো (৪.০) বাস্তবায়ন এবং বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় গন্তব্য স্থল হওয়ার পথে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের অংশ হতে বিনিয়োগকারীদের জন্য এ ধরনের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো প্রয়োজন। সুচারু রূপে ফাইভজি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বিটিআরসি পদ্ধতিগতভাবে যথেস্ট প্রস্তুত। এই খাতের কর সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো সংস্কার করা গেলে তা শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে আরও সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের টেলিকম খাত বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ হারে কর প্রদান করে। আমরা আশা করি যে মোবাইল সেবাকে সাশ্রয়ী করা এবং দেশে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে সরকার বিদ্যমান কর কাঠামো পর্যালোচনা করবে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে করের হার কম হলেও উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে অটোমেশন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব। আর এজন্য বাংলাদেশের মোবাইল ডাটা নেটওয়ার্ককে ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

ফাইভজিতে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এরিকসন তার অভিজ্ঞতা এবং বেস্ট প্র্যাকটিস প্রয়োগ করে বাংলাদেশে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রদান করতে সক্ষম। গত দুই যুগ ধরে এরিকসন এদেশে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা করে আসছে।

স্বাধীন তথ্যপ্রযুক্তি গবেষণা ও এডভাইজরি সংস্থা গার্টনার এরিকসনকে ফাইভজি নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য ২০২১ সালে ম্যাজিক কোয়াড্র্যান্ট লিডার হিসাবে মনোনীত করে। মোবাইল সেবার আওতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এরিকসন বাংলাদেশ এমন একটি স্বতন্ত্র অবস্থানে আছে যেখানে থেকে ডিজিটাল বিভাজন মেটানো সম্ভব যা পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

কোভিডকালে টেলিমেডিসিন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে

ডাঃ লুবনা মারিয়ম

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর গত এক বছরে দেশে টেলিমেডিসিন এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ লুবনা মারিয়ম।

টেলিমেডিসিন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে টেলিফোনের মাধ্যমে চিকিৎসকেরা রোগীদের চিকিৎসা পরামর্শ, কন্সাল্টেন্সি ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। তবে ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের বহুল ব্যবহারের পর থেকে শুধু ফোনে কথা নয় আরও নানা ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করে ডাক্তাররা রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছেন।

সম্প্রতি কানেকশনের সঙ্গে সাক্ষাতকারে ডাঃ লুবনা বলেন, আগেও দেশে টেলিমেডিসিন সচল ছিল, কিন্তু গত এক বছরে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বড় হাসপাতাল এবং ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলোও এখন টেলিমেডিসিন সেবা দিচ্ছে।

তিনি বলেন, "আমাদের সিনিয়র ডাক্তাররা যাদের বয়স মোটামুটিভাবে ৫০ এর বেশি তাদের বড় একটা অংশ করোনা ভাইরাস বিবেচনায় রোগীদের সামনাসামনি আসছেন না।

তবে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র যারা তারা রোগীদের সামনাসামনি চিকিৎসা সেবা বা পরামর্শ দিচ্ছেন।"

সিনিয়র ডাক্তারদের টেলিমেডিসিন দেওয়ার কারণে আরেকটি বড় উপকার হয়েছে বলে জানান ডাঃ লুবনা, বলেন, "এতে শুধু ঢাকার নয়, অন্যান্য এলাকার রোগীরাও সরাসরি ওনাদের (সিনিয়র ডাক্তারদের) দেখাতে পারছেন। এটা অনেক বড় পাওয়া।"

দেশের অন্তত ২০% ডাক্তার শতভাগ টেলিমেডিসিনে সেবা দান করছেন। আর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র যারা তাদের মোটামুটি ৭০% চিকিৎসা দিচ্ছেন রোগীদের সামনাসামনি। কন্সালটেন্সি, কাউন্সেলিং ইত্যাদি খুব স্বাচ্ছন্দে করা যায় মোবাইলফোনে। অন্যান্য দেশেও একই ভাবে চিকিৎসা দান চলছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকলেও যেহেতু এসব হাসপাতালে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের রোগীরা বেশি ভীড় করেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ও স্মার্টফোন ব্যবহারের হার কম তাই সেখানে টেলিমেডিসিন খুব একটা কাজ করে না।

টেলিমেডিসিনের কারণে বাসায় বসে বা কর্মক্ষেত্র থেকেই ডাক্তাররা রোগীদের সেবা দিতে পারছেন। সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়া যায় হোয়াটসঅ্যাপ বা এ ধরনের এপ্সের মাধ্যমে ভিডিও কলে। এতে সরাসরি রিপোর্টও পাঠানো যায় ডাক্তারদের কাছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের সামনে থেকেই পরীক্ষা করে চিকিৎসা ও পরামর্শ দিতে হয়। কিন্তু মোবাইল ইন্টারনেট থাকার কারণে পরবর্তী সাক্ষাতের সংখ্যা অনেক কমে যায়। ফোনেই অন্তত অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে ফেলা যায় বলে জানান ডাঃ লুবনা।

করোনাকালে চিকিৎসা সেবা দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মূলতঃ তিন ধরনের রোগীরা আইসিইউ-তে (নীবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) বেশি ভর্তি হন – কিডনি জটিলতা, ক্যান্সার ও যাদের কারডিওলজিক্যাল সমস্যা আছে। এ ক্ষেত্রে সামনাসামনি চিকিৎসা দিতেই হয়। কিন্তু বাকি সব ক্ষেত্রে মূলত টেলিমেডিসিনেই চিকিৎসা চলছে। এটা চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের জন্যেই নিরাপদ।

> "দেশের অন্তত ২০% ডাক্তার শতভাগ টেলিমেডিসিনে সেবা দান করছেন। আর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র যারা তাদের মোটামুটি ৭০% চিকিৎসা দিচ্ছেন রোগীদের সামনাসামনি। কন্সালটেন্সি, কাউন্সেলিং ইত্যাদি খুব স্বাচ্ছন্দে করা যায় মোবাইলফোনে। অন্যান্য দেশেও একই ভাবে চিকিৎসা দান চলছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকলেও যেহেতু এসব হাসপাতালে অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের রোগীরা বেশি ভীড় করেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ও স্মার্টফোন ব্যবহারের হার কম তাই সেখানে টেলিমেডিসিন খুব একটা কাজ করে না"

লুবনা বলেন, দুনিয়া এখন চলছে ইন্টারনেটের উপর। চিকিৎসা ব্যবস্থাও তার সুফল ভোগ করছে। "একবার ভাবুন, এই পরিস্থিতিতে যদি সবাইকে অফিস যেতে হতো, শিক্ষার্থীদের স্কুল বা কলেজে যেতে হতো তাহলে সারা দুনিয়ার স্বাস্থ্য খাতের অবস্থা কী হতো?"

মোবাইল কোম্পানিগুলো তাদের রিংটোনের শুরুতেই কোভিড নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেয়—এর প্রশংসা করে লুবনা বলেন, এর ফলে দেশের যে দশ কোটির মত মোবাইল ব্যবহারকারী আছেন তাদের কাছে অতি সহজেই বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে। এর তুলনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ডায়েরিয়ার স্যালাইনের প্রচার করতে গিয়ে যেমন তিন/চার দশক আগে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়েছে এখন তেমন মোবাইল ও ইন্টারনেটকে গণমাধ্যমের মতো ব্যবহার করা যাচ্ছে কোভিড প্রতিরোধে।

করোনাকালে মেডিক্যাল সাইন্স পড়াশুনা কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমরা প্রথমে আশংকা যে এই সময়ে মেডিকেলের পড়াশুনা হয়ত একদমই বন্ধ হয়ে যাবে, শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু পুরো উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। পড়াশুনার প্রবণতা আরও বেড়েছে।"

অনলাইনেই চলছে পাঠদানের ব্যবস্থা। বাড়ি থেকে কিংবা পথে গাড়িতে বসেই লেকচার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। শুধু মেডিকেলের শিক্ষার্থীরাই নয়, শিক্ষক বা ডাক্তাররাও বিশ্বখ্যাত চিকিৎসকদের লেকচার শুনছেন অনলাইনে।

"আগে হাজার ডলার খরচ করে আমাদের বিদেশে গিয়ে কনফারেন্সে যোগ দিতে হতো। ডাক্তারদের জন্য এটা খুব জরুরী। করোনাকালে মুভমেন্ট বন্ধ হলেও কনফারেন্স বন্ধ হয়নি। আমরা এখন ঘরে বসে ফ্রি-তেই সেসব কনফারেন্সে অংশ নিতে পারি," জানান ডাঃ লুবনা।

এমটব ড্যাফোডিল ওয়েবিনার

ধারাবাহিক সংলাপ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতার মাধ্যমে টেলিকম খাতে উত্তরণ সম্ভব, বিটিআরসি চেয়ারম্যান

বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার বলেন টেলিকম খাতে বিস্তর কাজ হয়েছে কিন্তু বিস্তর কাজ এখনো বাকি আছে। এই খাত সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংলাপ বা আলোচনা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীলতার মাধ্যমে উত্তরণ সম্ভব।

শ্যামসুন্দর সিকদার গত ১৫ মার্চ এমটব ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) ৪র্থ ও সমাপনী অনলাইন আলোচনায় (ওয়েবিনার) প্রধান অতিথির বক্তব্যে আরও বলেন দেশে ডাটার মূল্য গত এক দশকে অনেক কমেছে। তিনি বলেন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক অপারেটর, টাওয়ার কোম্পানি, মোবাইল অপারেটর ও নিয়ন্ত্রণ (রেগুলেটর) সংস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার।

"বাংলাদেশে মোবাইল যোগাযোগঃ আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক আলোচনার সম্মানিত অতিথি ডিআইইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ সবুর খান বলেন করোনা ভাইরাসকালে বোঝা গেছে মোবাইল ও ইন্টারনেট কত গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল ও ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের একেবারেই চলে না।

তিনি আরও বলেন, ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা দরকার। আমাদের প্রচুর ট্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েট আছে কিন্তু এই দুই খাতের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে আমরা তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। এই ট্যালেন্টদের যথাযথাভাবে কাজে লাগানো গেলে তারা প্রযুক্তি খাতে বিপ্লব সৃষ্টি করার মতো যোগ্যতা রাখে।

অনুষ্ঠানের প্যানেল আলোচনায় এমটব প্রেসিডেন্ট এবং মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটার এমডি ও সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ দেশে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বিকাশের অন্তরায় প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে মোবাইল খাতের কনজিউমার ট্যাক্স আর সকল খাতের চেয়ে বেশি। একজন গ্রাহক মোবাইলে ১০০ টাকা খরচ করলে তার মধ্যে ৫৩ টাকা চলে যায় বিভিন্ন ধরনের ভ্যাট ও ট্যাক্স হিসেবে আর ২০ টাকা খরচ হয়ে যায় খাতের অন্যান্য লাইসেন্সিদের কাছে নানা রকম সেবা গ্রহণ করতে।

তিনি আরও বলেন একদিকে মোবাইল অপারেটরের ব্যাবসায়িক লাভ না থাকলেও ২% টার্নওভার ট্যাক্স দিতে হয় আবার করপোরেট ট্যাক্স ৪৫%। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কর কাঠামো সংস্কার এবং ইউনিফাইড লাইসেন্স করা দরকার যেন মোবাইল সেবাদাতারা আরও বেশি ধরনের সেবা প্রদান করতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং টেলিযোগাযোগ ও কর নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে টেলিকম খাতের সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ কামরুজ্জামান।

মোঃ কামরুজ্জামান প্রস্তাব করেন জাতীয় বাজেট উপস্থাপনার আগে বিটিআরসিসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সবাই আলোচনা করে এ সংক্রান্ত সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উপস্থাপন করা যায়।

অনুষ্ঠানের মূল (কি-নোট) আলোচক এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম বলেন, প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে টেলিযোগাযোগ খাতের উপর নতুন করে কর আরোপ করা হয় যা এই খাত সংশ্লিষ্টদের বিস্মিত (সারপ্রাইজ) করে। তাছাড়া বহু ধরনের লাইসেন্সির জন্য এখানে জটিল ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে যা সেবার মানে প্রভাব ফেলছে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেতার তরঙ্গ নিলাম অত্যন্ত স্বচ্ছতার সংগে হয়েছে যা আশপাশের দেশগুলোতে খুব প্রশংসিত হয়েছে, বলেন তিনি, কিন্তু ভালো মানের সেবার জন্য আরও অনেক বেশি স্পেকট্রাম দরকার।

ডিআইইউ-এর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির এসোসিয়েট ডিন প্রফেসর এ কে এম ফজলুল হক বলেন মোবাইল ইন্টারনেট থাকায় কোভিডকালে শিক্ষা প্রদানে কোন ব্যঘাত ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নানা রকম টুলস ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।

প্যানেল সঞ্চালক এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) বলেন গত জানুয়ারিতে শুরু হওয়া এই ধারাবাহিক ওয়েবিনারে ইন্ডাস্ট্রি, সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি ও এনবিআর-এর প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অংশ নেন ও এই খাতের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন ডিআইইউ-এর ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান তসলিম আরেফিন।

banglalink

বাংলালিংক সম্প্রতি গুগলের ক্যারিয়ার বিষয়ক অ্যাপ্লিকেশন কর্ম জবস-এর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, বাংলালিংক-এর সিইও এরিক অস, গুগল-এর নেক্সট বিলিয়ন ইউজার্স-এর অপারেশন্স প্রধান বিকি রাসেল, বাংলালিংক-এর সিসিআরএও তাইমুর রহমান এবং হেড অফ কর্পোরেট কমিউনিকেশনস অ্যান্ড সাস্টেইনিবিলিটি আংকিত সুরেকা

বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থা (বিএসকেএস) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বাংলালিংক গত শীত মৌসুমে শীতার্ত ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪,৫০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে। বাংলালিংক-এর সিসিআরএও তাইমুর রহমান এবং বিএসকেএস-এর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এয়ার কমোডর এম মহিউদ্দিন সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিতরণ করা ত্রাণ প্যাকেটে ছিলো চাল, ডাল, তেল, সুজি, চিনি, লবণ এবং সাবান। সারা দেশে মোট ৩ ধাপে মোট ৫০,০০০ ত্রাণ সামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয়

গ্রামীণফোন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে গত ২৮ মার্চ ১৫,৫০০ টাওয়ারের শতভাগ ফোরজি সক্ষম করে তোলা হয়েছে বলে ঘোষণা দেয় গ্রামীণফোন। এ উপলক্ষে রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মিত্র। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণফোনের সিইও ইয়াসির আজমান, সিএফও ইয়েন্স বেকার এবং সিএমও মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাসিব প্রমুখ

ওরিয়েন্টেশন সেশনের মাধ্যমে গ্রামীণফোন গত ১ এপ্রিল তাদের নিজস্ব ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট উদ্যোগের দ্বিতীয় সংস্করণ- গ্রামীণফোন এক্সপ্লোরার্স ২.০ উন্মোচন করেছে। এ আয়োজনে সারাদেশ থেকে সম্ভাবনাময় ৩৪০ জন্য শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং তাদের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার কথা ব্যক্ত করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। এ সময় আরও ছিলেন গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান

মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্ল্যাটফর্ম বিডিএপস-কে বাংলাদেশের জাতীয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন স্টোর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এই ঘোষণা দেন। আইসিটি বিভাগ এবং রবি আজিয়াটা লিঃ এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এতে ১২,০০০ এরও বেশি অ্যাপ নির্মাতা এবং ২৩০০০-টিরও বেশি অ্যাপ রয়েছে

রবি আজিয়াটা উপস্থাপিত ডিজিটাল বাংলাদেশের জনসেবার জন্য সংক্ষিপ্ত কোড (শর্টকোড) ৩৩৩ বাংলাদেশ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২১ এর তৃতীয় সংস্করণে পাবলিক সার্ভিস বিভাগে সম্মানজনক এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে

টেলিটক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন সম্প্রতি জিএসএমএ ও এমটবের যৌথভাবে আয়োজিত এক অনলাইন গোলটেবিলে বক্তব্য প্রদান করেন

গত মার্চে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাহাব উদ্দিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সঙ্গে ক্ষুদ্র বার্তা সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সময় আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন শীবলু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন

ERICSSON

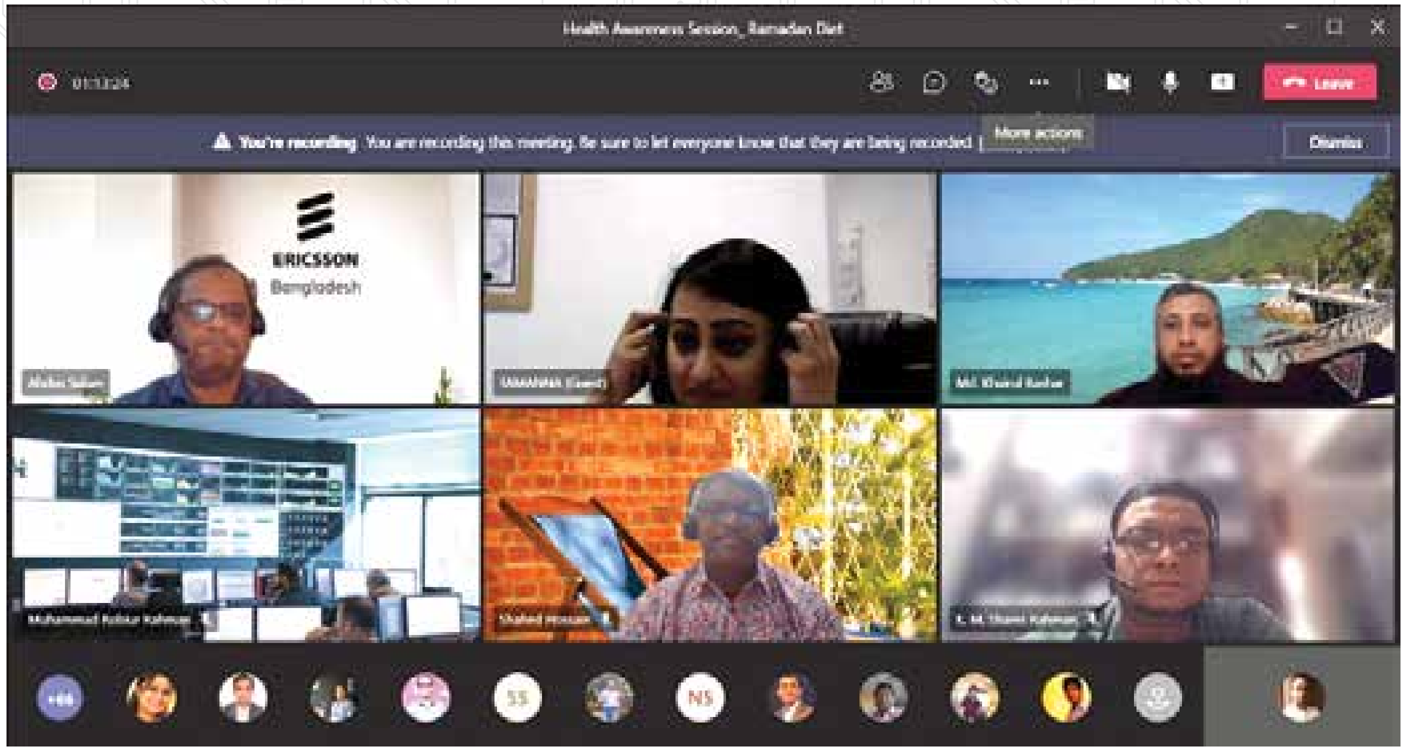

সম্প্রতি এরিকসন বাংলাদেশের কর্মীরা রমজানে ডায়েটিং-এর উপরে আয়োজিত এক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এতে এভার কেয়ার হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডায়েটিশিয়ান এবং ডায়েটিক্স বিভাগের প্রধান এমএস তামান্না চৌধুরী আলোচনা করেন

গত মার্চে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং এমটবের যৌথভাবে আয়োজিত “বাংলাদেশে মোবাইল যোগাযোগ: ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ” শীর্ষক ওয়েবিনারে এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

HUAWEI

দেশের শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) প্রথম আইসিটি একাডেমি স্থাপন করতে যাচ্ছে হুয়াওয়ে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই উদ্দেশ্যে দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ আইসিটি শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্ব পেশাবাজারে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে এক হয়ে বিশেষ আইসিটি একাডেমি পরিচালনা করাই হুয়াওয়ের বৃহৎ লক্ষ্য

ময়মনসিংহে দেশের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হুয়াওয়ে স্মার্ট ফটোভোলটাইক (পিভি) সমাধান ইনস্টল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সম্প্রতি জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত হয়েছে এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে দেশের সর্বমোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনে সরকারের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ৭৩ মেগাওয়াট পিভি সক্ষমতার এই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট

গত ১৫ মার্চ এমটব ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) "বাংলাদেশে মোবাইল যোগাযোগঃ আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার, এমটব প্রেসিডেন্ট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ কামরুজ্জামান, এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম, ডিআইইউ-এর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির আসোসিয়েট ডিন প্রফেসর এ কে এম ফজলুল হক অংশ নেন। প্যানেল সঞ্চালনা করেন এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) এবং উপস্থাপনা করেন ডিআইইউ-এর ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান তসলিম আরেফিন

গত মার্চে জিএসএমএ ও এমটবের যৌথ অনলাইন গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুস্তাফা জব্বার, বিটিআরসির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ, এমটব প্রেসিডেন্ট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, টেলিটক সিইও মোঃ সাহাব উদ্দিন, গ্রামীণফোনের চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার জেনস বেকার, বাংলালিংকের চিফ করপোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান প্রমূখ। সঞ্চালনায় ছিলেন জিএসএমএ-এর মোবাইল ফর ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর রাহুল শাহ

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

গত ১১ জানুয়ারি এমটব-ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) আয়োজিত ওয়েবিনারে অংশ নেন বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মৈত্র, মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ, বাংলালিংকের চিফ করপোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান, ডিআইইউ-এর ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির অ্যাসোসিয়েট ডিন প্রফেসর ডঃ এ এক এম ফজলুল হক। প্যানেল সঞ্চালনা করেন এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) এবং উপস্থাপনা করেন ডিআইইউ-এর ইটিই বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান মোঃ তসলিম আরেফিন

গত ২৬ জানুয়ারি এমটব-ডিআইইউ আয়োজিত ওয়েবিনারে অংশ নেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, অতিরিক্ত সচিব বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিকমের মহাপরিচালক মোঃ মোহসিনুল আলম, গ্রামীণফোনের হেড অব পাবলিক এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স হোসেন সাদাত, ডিআইইউ-এর এডিশনাল রেজিস্ট্রার ডঃ মোহম্মদ নাদের আলী। প্যানেল সঞ্চালনা করেন এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) এবং উপস্থাপনা করেন ডিআইইউ-এর ইটিই বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জহিরুল ইসলাম

বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত উদ্যোগ

দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটররা বর্তমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের সময় সরকার ঘোষিত জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে গ্রাহকদের দোরগোড়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে টেলিকম সেবা সরবরাহ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দুঃসময়ে গ্রাহকদের কাছে টেলিকম সেবা সরবরাহ করার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে।

আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য প্রদান

ইন্টারনেট

ইন্টারনেটের দাম অনেক ক্ষেত্রে অর্ধেক নামিয়ে আনা হয়েছে

ডাটা প্যাকেজে বোনাস প্রদান করা হয়েছে

সচেতনতা মূলক কার্যক্রম

ডায়াল টোনের সঙ্গে সচেতনতা মূলক বার্তা প্রদান

এস এম এস বেজড করোনা এলার্ট সার্ভিস

প্রযুক্তিগত সহায়তা

*এ আই (AI) ব্যবহার করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে করোনা আপডেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে

মোবাইলে কথা বলা

কল রেট হ্রাস ও কল ডিউরেশন বাড়ানো হয়েছে

যারা টপ-আপ করতে পারেনি তাদের ব্যালান্স ও ডাটা প্রদান ও একাউন্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে

চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রফেশনাল পিপিই প্রদান

করোনা টেস্ট কিট প্রদান

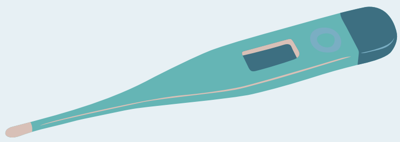

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ফ্রি সেবা

টোল-ফ্রি নাম্বার

ফ্রি এস এম এস

ফ্রি ডাক্তারি সেবা

চিকিৎসদের ফ্রি টক টাইম প্রদান

ফ্রি ই-লারনিং ও অনলাইন ক্লাস

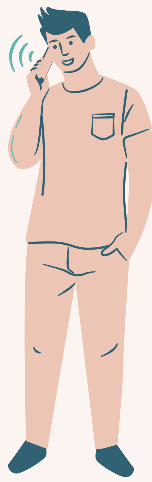

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা ঃ ওয়ালি সেন্টার, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : ০৯৬৩-৮০২৬৮৬২ ও ০২ ৯৮৫৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১,
ই-মেইল: info@amtob.org.bd ওয়েবসাইট : www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন ও কনসেপ্ট : মোস্তাফিজুর রহমান
ইনফোগ্রাফিক্স : হাসান তারিকুল ইসলাম